নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ (আরএইচডি), বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) আইনী নীতি এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) পরিবেশ ও সামাজিক নীতি মেনে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (এসআইএ) তৈরি করেছে। প্রজেক্ট রোডটি রামপুরা ব্রিজ রোডের কাছে হাতিরঝিল থেকে শুরু হয়ে যাত্রাবাড়ী-সুলতানা কামাল ব্রিজ রোড (আর ২১০) ধরে জাতীয় জাতীয় মহাসড়ক ধরে চিটাগাং রোডে গিয়ে শেষ হয়েছে । রাস্তাটি একটি প্রবেশ কারী রাস্তা হিসাবে নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এটি ঢাকা শহরের একটি নতুন উচ্চ মানের যানজট মুক্ত গেটওয়ে হবে। প্রকল্পের এই সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নটি (এসআইএ) ১৩.৫ কিলোমিটার রাস্তাটিকে ২-লেন থেকে ৪-লেন সড়কে উন্নীতকরণের সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি মূল্যায়ন এবং পরিচালনা করার জন্য প্রশমন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে যেখানে এআইআইবি ইএসএফ-ইএসএস ১-৩-এর নির্দেশিকা অনুসরণ করে যে কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহ বাস্তবায়নের সময় উপ-প্রকল্পগুলির জন্য নির্দিষ্ট মূল্যায়ন এবং পরিকল্পনা তৈরিতে নির্দেশিকা প্রদান করে।

আইনি নীতি কাঠামো

এই অংশে প্রোগ্রামের সামাজিক মাত্রা সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও নীতির পর্যালোচনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আইন এবং নীতিগুলির একটি সারাংশ প্রদানের পাশাপাশি, এই অংশটি এআইআইবি এর পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) উপস্থাপন করে যা তিনটি পরিবেশগত এবং সামাজিক মান (ইএসএস) নিয়ে গঠিত। প্রাসঙ্গিক সরকারী আইন এবং এআইআইবি - ইএসএস এর মধ্যে পার্থক্যগুলি এই অংশে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এই ব্যবধানগুলি সমাধানের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা রয়েছে । আইনি নীতি কাঠামোটি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এবং শ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত এআইআইবি - ইএসএস -১ টি বিশ্লেষণ করে।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় উপাত্ত ব্যবহার করে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক পটভূমি যেমন জনসংখ্যা, সাক্ষরতা, অর্থনীতি, পেশা, কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্যের দিকগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শদাতা এআইআইবি অর্থায়নে প্রস্তাবিত সড়ক করিডোর বরাবর আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা (এসইএস) পরিচালনা করেছেন। সম্ভাব্যতা ডিজাইন লেআউট এর উপর ভিত্তি করে এসইএস পরিচালনা হয়েছিল। প্রভাবিত পরিবারগুলোর মধ্যে গড় আয়তন ৩.২৬ । কাঠামো গণনার প্রাথমিক সমীক্ষা দেখায় যে, সম্ভাব্যভাবে প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের কারণে প্রায় ৯৬৮ টি কাঠামো (এলএইচএস-এ ৪২৭ টি কাঠামো এবং আরএইচএস-এ ৫৪১ টি কাঠামো) প্রভাবিত হতে পারে।

মাধ্যমিক তথ্য অনুসারে, প্রকল্প প্রভাবিত জেলাগুলি প্রায় ২১৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত যার জনসংখ্যা ১০,৬৮৫,১৭৬ । তুলনামূলকভাবে সাক্ষরতার হার ঢাকা জেলায় বেশি (৬৪.৭৯%) বিশেষ করে রামপুরা থানায় (৭৪.৫০%) । সমীক্ষা এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হলো মুসলিম । সমীক্ষা এলাকায় প্রধান এনজিওগুলি হল ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, নারী মৈত্রী ইত্যাদি। প্রকল্প এলাকার বেশিরভাগই পেশাগতভাবে চাকরিজীবী (সরকারি ও বেসরকারি) এবং ব্যবসায়ী।

আদমশুমারি এবং এসইএস জরিপ তথ্যের ভিত্তিতে (২০২২), ৯৫% পুরুষ প্রধান এইচএইচ-এর বিপরীতে শুধুমাত্র ৫% মহিলা এইচএইচ। প্রকল্প এলাকায়, পুরুষ-মহিলা অনুপাত ১০০ঃ১১৮। সর্বাধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৫-৫৯ বছর বয়সের মধ্যে পাওয়া গেছে। বিশ্লেষণের ফলাফলে দেখানো হয়েছে যে, গড়ে প্রত্যেক

এইচএইচ -এ ২ থেকে ৪ জন সদস্য রয়েছে। পিএপি-এ মুসলিম ধর্মের অনুসারী মোট ৯৮.০৭% । প্রকল্প প্রভাবিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের মধ্যে প্রায় ৩০% দোকান/হোটেলের মালিক, ২৭.৭% শ্রমিক, ২৫.৪% ব্যবসায়ী এবং ২.২% বেকার। ক্ষতিগ্রস্ত এইচএইচ দের গড় মাসিক আয় ২৭,৭৪২ টাকা; যেখানে ৭১.৫% এইচএইচ তাদের মাসিক আয় ১৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকার মধ্যে বলে জানিয়েছেন। প্রকল্প এলাকার রিপোর্ট অনুসারে সংগৃহীত নমুনার মধ্যে প্রায় ১০০% এইচএইচগুলি সরবরাহ/পাইপ লাইন থেকে পানীয় জল ব্যবহার করে এবং ৯৯% এইচএইচগুলি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। প্রায় ৯৯.৯% এইচএইচ -এর বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে । রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নমুনাকৃত এইচএইচ গুলির মধ্যে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে প্রায় ৬০.৬% এর এবং ৩৯.৪%-এর বেশি এইচএইচ এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রকল্প প্রভাবিত এলাকার বেশিরভাগ এইচএইচ বেসরকারি ক্লিনিক (২৬.৩%), জেলা হাসপাতাল (২৬%) এবং যোগ্য প্রাইভেট চিকিৎসক (২৫.৪%) থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করে।

আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি, প্রভাব এবং পরিমাপের মূল্যায়ন

পরামর্শদাতা ২০২২ সালে সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (এসআইএ) প্রস্তুতির সময় এসইএস, আদমশুমারি এবং প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন। এসআইএ প্রস্তুতির সময় পরিবহন মালিক এবং ব্যবহারকারী সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে স্থানীয় প্রশাসন; স্থানীয় জনগন; বাস ট্র্যাক সমিতি, স্থানীয় ব্যবসায়ী মালিক, পুলিশ, মহিলা সমিতিদের নিয়ে দুটি (২) পরামর্শ সভা এবং দশ (১০) টি এফজিডি পরিচালিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটি নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় জীবিকায় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই র‍্যাড প্রকল্পটি ছোট এবং বড় আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কয়েকটি আবাসিক বসতি, সিপিআর এবং কৃষি জমির মধ্য দিয়ে যেতে পারে, যেখানে নির্মাণ এবং পরিচালনার সময় বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব এবং ঝুঁকি জড়িত থাকতে পারে। ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর মধ্যে ২২.২১% পাকা কাঠামো, ২০.২৫% আধা-পাকা কাঠামো এবং ৪৭.৬২% টিনের তৈরি এবং প্রায় ১০% কাঁচা কাঠামো রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ কাঠামো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন (৯৬%)। প্রধান শ্রম ঝুঁকিগুলিকে কর্মসূচীর সাথে যুক্ত সম্ভাব্য বিপজ্জনক কাজের পরিবেশ, দুর্ঘটনার ঝুঁকি এবং শ্রম প্রবাহের সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে । হিসাবে নির্মাণের সময় এলাকার বাইরে থেকে পুরুষ শ্রমিকদের প্রচুর আগমন ঘটে বলে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) ঝুঁকি স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র হতে পারে । ক্রেন তোলা, ড্রিলিং বা ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় বেশ কিছু বিপদ হতে পারে। এগুলি ছাড়াও, পরিষ্কার এবং বায়ুচলাচল সক্ষম কর্মক্ষেত্রের অভাব এবং আগুনের ঝুঁকিও প্রকল্পের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত । পূর্ববর্তী প্রকল্প অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এটি বলা যায় ওএইচএস ঝুঁকিও বাড়তে পারে। সম্ভাব্যভাবে ভেবে রাখা ঝুঁকির কারণগুলো ব্যক্তিগত আঘাত, ট্র্যাফিক দুর্ঘটনা, উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়া, শ্রমিকদের বাজে কাজ এবং জীবনযাত্রার অবস্থা, পিপিই এর অভাবের দিকে পরিচালনা করে ।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সেক্টরাল বিশ্লেষণ: প্রধান সেক্টর

এসআইএ অধ্যয়নের অংশ হিসাবে এই বিভাগটি সেক্টরাল বিশ্লেষণ ফলাফলের সারসংক্ষেপ প্রদান করে। সেক্টরগুলো হলো - আর্থিক অর্থনীতি; অর্থনৈতিক অবকাঠামো; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; কমিউনিটি কন্সাল্টেশন এবং অংশগ্রহণ: প্রকল্প প্ররোচিত ইন-মাইগ্রেশন; কৃষি ও জমি; লিঙ্গ; প্রতিনিধিত্ব এবং আয়ের প্রবেশাধিকার; প্রকল্পের তথ্যে প্রবেশাধিকার; মানবাধিকার; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রত্নতত্ত্ব; ইকোসিস্টেম সংক্রান্ত পরিষেবা; স্বাস্থ্য; স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্যা; আবাসন এবং ক্যাম্পের সাথে যুক্ত সংক্রামক শ্বাসযন্ত্রের রোগ; ভেক্টর-সম্পর্কিত রোগ; এইচআইভি/এইডস সহ যৌন সংক্রমণ; মাটি, পানি ও বর্জ্যজনিত রোগ; খাদ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত সমস্যা; অসংক্রামক রোগ; দুর্ঘটনা/জখম; সম্ভাব্য বিপজ্জনক পদার্থ, শব্দ, কম্পন এবং স্বল্পমেয়াদী রাসায়নিক

প্রভাব; স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারক; ভেটেরিনারি মেডিসিন এবং জুনোটিক রোগ; সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য অনুশীলন।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতি

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তার জন্য প্রকল্পের অংশ হিসাবে আলাদাভাবে একটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরপি) তৈরি করা হয়েছে। এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (i) ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন সম্পর্কিত তাদের বিকল্প পরিকল্পনা এবং অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা রয়েছে; (ii) পুনর্বাসনের বিকল্প এবং পছন্দ সম্পর্কে কন্সাল্টেশন করা হয়েছে; এবং (iii) পুনর্বাসনের বিকল্প প্রদান করা হয়েছে। পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনার প্রভাবগুলি চিহ্নিত করার সময়, এবং বাস্তবায়নের সময়, নির্বাহী সংস্থা (ইএ) লিঙ্গ বিষয়ক সমস্যার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেবে, যার মধ্যে মহিলা প্রধান পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকবে, লিঙ্গ- সংক্রান্ত কন্সাল্টেশন, তথ্য প্রকাশ, এবং অভিযোগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করণ থাকবে, যেন পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই তাদের হারানো সম্পত্তি এবং পুনর্বাসন সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায়, যদি প্রয়োজন হয়, সেইসাথে তাদের আয় এবং জীবনযাত্রার মান পুনরুদ্ধার এবং উন্নত করতে সহায়তা প্রদান করা হবে।

কন্সাল্টেশন, অংশগ্রহণ এবং মতামত প্রকাশ

সমীক্ষার সময় স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা, প্রত্যাশা, উপলব্ধি এবং পছন্দগুলি মূল্যায়ন করতে এবং তাদের অধিকার এবং মতামত নিশ্চিত করতে দ্বিগুণ কন্সাল্টেশন প্রক্রিয়া চালানো হয়েছিল। এই বিষয়ে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রথমে এসসিএমগুলি পরিচালনা করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীতে পেশা উল্লেখপূর্বক প্রভাবিত ব্যক্তি এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির সাথে পিসিএমগুলির মাধ্যমে পরামর্শ করা হয়েছিল।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি)

এই অংশে জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) সহ সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য একটি এসএমপি ডিজাইন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রশমন ব্যবস্থা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব এবং রিপোর্টিং সিস্টেম এবং বাজেট। উপরন্তু, এসএমপি প্রকল্প স্তরে জিবিভি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা প্রদান করে। প্রকল্পটির নির্বাহী সংস্থা হল সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি)। একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হবে যার নেতৃত্বে থাকবেন একজন পূর্ণ-সময়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপক (পিএম) যাকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সহায়তায় করবেন। এই প্রকল্পের অধীনে আরএইচডি এর পরিবেশগত এবং সামাজিক সার্কেলকেও সমর্থন প্রদান ও শক্তিশালী করা হবে। পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা ইএমপি/এসএমপি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এআইআইবি এবং বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) উভয়ের প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করবেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (জিআরএম)

এই ব্যবস্থার মৌলিক উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সংক্ষুব্ধ পক্ষের সাথে পরামর্শ করে স্থানীয়ভাবে যেকোনো সামাজিক অভিযোগের সমাধান করা। স্থানীয় পর্যায়ে জিআরসি আরআইচডি প্রকল্প স্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করবে এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ বা অভিযোগগুলি সমাধান করার জন্য ওয়ার্ড স্তরে স্থানীয় স্তরের অভিযোগ

নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হবে।

প্রকল্প জিআরসি -তে আরআইচডি প্রতিনিধি কমিটির সভাপতিত্ব করবে এবং এনজিও প্রতিনিধি সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন। স্থানীয় পর্যায়ে সমাধানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, জিআরসি শুনানির কার্যবিবরণী সহ অভিযোগটি আরও পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প অফিসে পাঠাবে। প্রকল্প স্তরের জিআরসি প্রকল্প পরিচালক সহ ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে । এসএমপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রজেক্ট অফিস সমস্ত মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত অভিযোগ এবং অভিযোগের রেকর্ড রাখবে (প্রতিটি কেসের রেকর্ডের জন্য একটি ফাইল) এবং যখনি আরআইচডি, বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং অন্য কোনো আগ্রহী ব্যক্তি/সত্ত্বা অনুরোধ করবে ফাইলগুলি পর্যালোচনার জন্য সহজলভ্য রাখবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

আরআইচডি এর অধীনে র‍্যাড প্রকল্পের নকশা বাস্তবায়ন ও নির্মাণের জন্য প্রকল্প অফিসের নেতৃত্বে আছেন একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি)। একজন নির্বাহী প্রকৌশলী প্রকল্প-প্রভাবিত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন এবং জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। আরআইচডি একটি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) প্রতিষ্ঠা করেছে, যার নেতৃত্বে আছেন একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর যিনি এই প্রজেক্টের সামগ্রিক বাস্তবায়নের জন্য দায়ী। প্রকল্প পরিচালক-ই প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সিআরও) যাকে প্রকল্প ব্যবস্থাপক (পিএম) সহায়তা ও সমর্থন প্রদান করবেন। পিআইইউ, আইএনজিও-এর সহায়তায়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ দাবি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সমন্বয় ও পরিচালনা করবে, বকেয়া ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুবিধাগুলি বিতরণ করবে এবং প্রোগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। কমিটি স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে, স্থানীয়দের ইনপুট প্রদান করবে এবং এসএমপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কোম্পানি, ঢাকা র‍্যাড এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানি লিমিটেড প্রাথমিকভাবে এসএমপি প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। প্রজেক্ট কোম্পানি প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) ঠিকাদার এবং সাব-কন্ট্রাক্টরদের নিযুক্ত করতে পারবে।